বাক্য রূপান্তর ১৭

বাক্যের অর্থগত প্রকার

অন্তর্গত অর্থের দিক থেকে বিচার করে বাক্যকে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ নির্দেশাত্মক বাক্য, প্রশ্নাত্মক বাক্য, অনুজ্ঞাবাচক বাক্য, প্রার্থনাসূচক বাক্য, কার্যকারণাত্মক বাক্য, সন্দেহদ্যোতক বাক্য, বিস্ময়সূচক বাক্য।

নির্দেশাত্মক বাক্য দুটি উপশ্রেণীতে বিভাজিত হতে পারে ঃ অস্ত্যর্থক বা অস্তিবাচক বাক্য ও নঞর্থক বা নেতিবাচক বাক্য।

১. নির্দেশাত্মক বাক্য ঃ কোন ঘটনা, ভাব বা বক্তব্যের তথ্য যে-বাক্য প্রকাশ করে তাকে বলা হয় নির্দেশাত্মক বাক্য। একে নির্দেশক, নির্দেশমূলক, নির্দেশসূচক, নির্দেশাত্মক, শুদ্ধ বর্ণনাত্মক, বিবৃতিমূলক প্রভৃতিও বলা হয়। যেমন ঃ

আজ বৃষ্টি হবে না। সে একটা গল্পের বই পড়ছে। এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। লাল সূর্যের আলো ভোরের সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ল।

ক. অস্ত্যর্থক বা অস্তিবাচক বাক্য ঃ কোন ঘটনা, ভাব বা বক্তব্যের অস্তিত্ব যে-বাক্য প্রতিষ্ঠিত করে, তাকে বলা হয় অস্ত্যর্থক বা অস্তিবাচক বাক্য। এর অন্য নাম ঃ নিশ্চয়াত্মক, স্থাপনাত্মক, হাঁ-বাচক, হাঁ-সূচক প্রভৃতি। যেমন ঃ

সত্যিই এ আমার শাপে বর হয়েছে। চাষীরা মাচার উপর বসে বুনো শূয়োর তাড়াচ্ছে। ঘোড়া-রোগটা গরীবের হয়, এটা বড়লোকেরও হয়।

খ. নঞর্থক বা নেতিবাচক বাক্য ঃ কোন ঘটনা, ভাব বা বক্তব্যের অস্তিত্ব যে-বাক্যের দ্বারা অস্বীকৃত হয়, তাকে বলা হয় নঞর্থক বা নেতিবাচক বাক্য। এর অন্য নাম ঃ নিষেধাত্মক, নাস্ত্যর্থক, অপোহনাত্মক, না-বাচক প্রভৃতি। যেমন—সে তেমন উৎসাহ দেখাল না। তোমার ফরমাশ মতন আমি লিখতে পারি না। তা বাক্যের বচনীয় নয়। কিন্তু আমি আর ঘরে যাব না। তাতে প্রতিবাদের আর কিছু রইল না। পুরুষের স্বার্থের যেমন সীমা নেই, তার নির্লজ্জতারও তেমনি অবধি নেই। নাই ঝড় জল বর্ষা বাদল।

নির্দেশাত্মক বাক্যকে অস্তিবাচক ও নেতিবাচক, এই দুভাগে বিভাজিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, অর্থানুসারে শ্রেণী-বিভক্ত সাতটি প্রকারের বাক্যকে সামগ্রিকভাবে দুটি মৌল শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ; সে দুটি হল উক্ত অস্তিবাচক ও নেতিবাচক বাক্য। কেননা, প্রতিটি শ্রেণীতেই আছে বক্তব্যের প্রতিষ্ঠাকে স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির দুটি দিক।

২. প্রশ্নাত্মক বাক্য ঃ কোন ঘটনা, ভাব বা বক্তব্য সম্পর্কে যেবাক্যে কোন প্রশ্ন থাকে, তাকে বলা হয় প্রশ্নাত্মক বাক্য। এর অন্য নাম ঃ প্রশ্নমূলক, প্রশ্নবোধক, প্রশ্নসূচক, জিজ্ঞাসাত্মক প্রভৃতি। যেমন ঃ

এ সমস্যার কি পূরণ হয় না ? তুই দাঁড় টানতে পারিস ? ওর রকমসকম কিছুই বুঝি নে ? কি ফল বিলাপে ? রাজমাতা তুমি, কেন হেথা একাকিনী ? কি যে লিখি ছাই মাথা ও মুণ্ডু আমিই কি বুঝি তার কিছু ? স্ত্রী হয়ে আপনি আপনার স্বামীকে ঠকাচ্ছেন করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া ভৃত্য মেলে না আর ?

৩. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য ঃ আজ্ঞা, আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, আমন্ত্রণ, নিষেধ ইত্যাদি যে বাক্যে বোঝায়, তাকে বলা হয় অনুজ্ঞাবাচক বাক্য। এর অন্য নাম ঃ আজ্ঞাসূচক, আজ্ঞাবাচক, অনুজ্ঞাসূচক, অনুজ্ঞাবোধক, আদেশসূচক

প্রভৃতি। যেমন—তুমি গৃহে যাও। পুনশ্চ শ্রবণ করুন। তোমার ঘোমটা খুলে দাও, তোমার নয়ন তুলে চাও। কলকারখানা বন্ধ করা চলবে **না**। ঝড় উঠেছে/বাইরে এসো/ঝড়ের সঙ্গে ফু দাও। এখন সে লেখাপড়া শিখুক। হুজুর, অধীর হবেন **না**। লতিফ বাড়ি যাও, আর কখনও এসব কাজে এসো **না**। অসত্য খবরের প্রতিবাদ করুন।

৪. **প্রার্থনাসূচক বাক্য** ঃ বক্তার মানসিক শুভ, অশুভ বা শুভাশুভ মিশ্রিত ইচ্ছা বা প্রার্থনা যে বাক্যে প্রকাশ পায়, তাকে বলা হয় প্রার্থনাসূচক বাক্য। এর অন্য নাম ঃ ইচ্ছাপ্রকাশক, ইচ্ছাসূচক, ইচ্ছাবোধক, বাসনা-কামনাসূচক প্রভৃতি। যেমন ঃ

তুমি যেন সফল হতে পার। আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে। মহারাজের জয় হোক। তোমার বুদ্ধি উপস্থিত হউক। আমায় দে মা তবিলদারি। বাবুই তোমার বাসা উড়ুক /নতুন দিনের বাতাসে। দীন ভৃত্যে করো দয়া।

৫. **কার্যকারণাত্মক বাক্য** ঃ কারণ, নিয়ম, শর্ত, স্বীকৃতি, সংকেত প্রভৃতি যে বাক্যে দ্যোতিত হয়, তাকে বলা হয় কার্যকারণাত্মক বাক্য। এই ধরনের বাক্যের অন্য নাম ঃ শর্ত-সূচক, শর্ত-সাপেক্ষ। যেমন ঃ

কষ্ট **না** করলে কেষ্ট মেলে **না**। মন দিয়ে **না** পড়লে পাশ করা যায় না। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নহিলে খরচ বাড়ে। প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য/এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা।

৬. **সন্দেহদ্যোতক বাক্য** ঃ নির্দেশাত্মক বাক্যে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ, সংশয়, সম্ভাবনা, অনুমান, অনিশ্চয়তা, ইত্যাদির ভাব থাকলে, তাকে বলা হয় সন্দেহদ্যোতক বাক্য। এর অন্য নাম ঃ সন্দেহাত্মক, সন্দেহ প্রকাশক, সংশয়সূচক প্রভৃতি। এই ধরনের বাক্যে হয়ত, বুঝি, বুঝিবা, সম্ভবত, বোধ হয়, নাকি, নিশ্চয় প্রভৃতি সন্দেহসূচক ক্রিয়া-বিশেষণ ব্যবহৃত হতে দেখা যায় এবং বাক্যের মূল রূপটি থাকে নির্দেশাত্মক আকারে। যেমন ঃ বোধ হয় তিনি কাল আসবেন। হয়ত সে চাকরিটা পাবে। কারা যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। হঠাৎ মনে হতেও পারে/কী যেন তার ছিল। কিসের যেন ষড়যন্ত্র/বজ্রের ফিস্‌ফাসে। নিশ্চয়ই সে তার কর্তব্যটুকু করে থাকে। আর বোধ হয় আসবে **না**। আজও যেতে পারে কালও যেতে পারে। ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার।

৭. **বিস্ময়সূচক** ঃ হর্ষ, বিস্ময়, দুঃখ, শোক, কাতরতা, করুণা, প্রশংসা ইত্যাদি মনোভাব আবেগ বা উচ্ছ্বাসের আকস্মিকতা নিয়ে যে বাক্যে প্রকাশ পায়, তাকে বলা হয় বিস্ময়সূচক বাক্য। এর অন্য নাম ঃ বিস্ময়বোধক, বিস্ময়াদিবোধক, আবেগবোধক, আবেগসূচক, উচ্ছ্বাসাত্মক প্রভৃতি। যেমন ঃ উঃ, কি বৃষ্টি! ছি-ছি, এ কাজ মানুষে করে! কুয়াশাটা সমুদ্র দৃশ্য কি আশ্চর্য সুন্দর! হায় হায়, আমি মরে গেলে সংসারের কি হবে! হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী/সুন্দর আমার! ধন্য দেশপ্রেম! হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!

অর্থানুসারী বাক্যের শ্রেণীতে পরিবর্তন

মূল ভাব বা অর্থ অপরিবর্তিত রেখে এক শ্রেণীর বাক্যকে অন্য শ্রেণীর বাক্যে রূপান্তরিত করা যায়। বাক্যের রূপান্তর বা বাক্যান্তরীকরণের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে প্রশ্নাত্মক বাক্য

প্রশ্নাত্মক বাক্যটি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যার সবচেয়ে কাছাকাছি সম্ভাব্য উত্তর হবে নির্দেশাত্মক বাক্যটি। নির্দেশাত্মক বাক্য হাঁ-বাচক হলে প্রশ্নাত্মক হবে **না**-বাচক ; নির্দেশাত্মক বাক্য **না**-বাচক হলে প্রশ্নাত্মক বাক্যটি হবে হাঁ-বাচক। প্রথমটির ক্ষেত্রে বিধেয়-ক্রিয়ার নঞর্থক অব্যয় যোগ করতে হয়; দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে নঞর্থক অব্যয় বর্জন করে 'আর' প্রভৃতি বাক্যালঙ্কার অব্যয়ের আগমন ঘটাতে হয়। রূপান্তরিত বাক্যে 'কে', 'কি', 'কোথায়' ইত্যাদি প্রশ্নাত্মক অব্যয় এবং '?' প্রশ্নচিহ্ন যোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

নির্দেশাত্মক ঃ কেউ মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারে না।
প্রশ্নাত্মক ঃ কেউ কি মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারে ?
নির্দেশাত্মক ঃ তারা যথার্থ সভ্য বলে দাবি করতে পারে **না**।
প্রশ্নাত্মক ঃ তারা কি যথার্থ সভ্য বলে দাবি করতে পারে ?

নির্দেশাত্মক : বিপদের সময় মধুর কথা ও শপথের মূল্য নেই।
প্রশ্নাত্মক : বিপদের সময় মধুর কথা ও শপথের কি মূল্য আছে?
নির্দেশাত্মক : দেশপ্রেমিককে সবাই ভালবাসে।
প্রশ্নাত্মক : দেশপ্রেমিককে কে না ভালবাসে?
নির্দেশাত্মক : এই জঙ্গলেই আমরা থাকি ভাল।
প্রশ্নাত্মক : এই জঙ্গলেই কি আমরা ভাল থাকি না?

প্রশ্নাত্মক বাক্য থেকে নির্দেশাত্মক বাক্য

কেবলমাত্র উত্তরের প্রত্যাশায় নয়, বক্তা বা লেখক যে উত্তর দিতে চান তারই সম্ভাব্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে বাক্যটিকে সাজাতে হয়। এই রূপান্তরে প্রশ্নাত্মক অব্যয় ও ? (প্রশ্নচিহ্ন) বর্জিত হয় এবং বাক্যকে হাঁ-বাচক হলে না-বাচক, না-বাচক হলে হাঁ-বাচকে পরিবর্তিত করতে হয়।

প্রশ্নাত্মক : কে না অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে চায়?
নির্দেশাত্মক : সবাই অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে চায়।
প্রশ্নাত্মক : মৃত্যু কি জীবনের শেষ নয়?
নির্দেশাত্মক : মৃত্যুই জীবনের শেষ।
প্রশ্নাত্মক : কেন সময় নষ্ট কর?
নির্দেশাত্মক : সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।
প্রশ্নাত্মক : তোমাকে দিয়ে আর কি হবে?
নির্দেশাত্মক : তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না।
প্রশ্নাত্মক : আমার কি হবে তা কে বলতে পারে?
নির্দেশাত্মক : আমার কি হবে তা কেউ বলতে পারে না।

অস্ত্যর্থক বা অস্তিবাচক বাক্য থেকে নঞর্থক বা নেতিবাচক বাক্য

বাক্যান্তরের জন্য ক্রিয়ার পর নঞর্থক অব্যয় ব্যবহার করা দরকার এবং প্রয়োজন হলে অন্যান্য শব্দেরও সামান্য পরিবর্তন করতে হয়।

অস্তিবাচক : তুমি অন্যায় কাজ করেছ।
নেতিবাচক : তুমি ন্যায় কাজ করনি।
অস্তিবাচক : মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে।
নেতিবাচক : মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।
অস্তিবাচক : আমি আপনার দয়ার কথা চিরকাল স্মরণে রাখব।
নেতিবাচক : আমি আপনার দয়ার কথা কোনদিন বিস্মৃত হব না।
অস্তিবাচক : তুমি ও সে একই দৈর্ঘ্যের।
নেতিবাচক : তুমি তার চেয়ে দীর্ঘতর নও।
অস্তিবাচক : আরও কথা আছে।
নেতিবাচক : এইটেই শেষ কথা নয়।
অস্তিবাচক : কাপুরুষেরাই কর্তব্য থেকে পলায়ন করে।
নেতিবাচক : পৌরুষযুক্তরা কখনও কর্তব্য থেকে পলায়ন করে না।

নেতিবাচক বাক্য থেকে অস্তিবাচক বাক্য

বাক্যান্তরের জন্য ক্রিয়ার পর নঞর্থক অব্যয়টি বর্জন করা দরকার এবং প্রয়োজন হলে নঞর্থক বহুব্রীহি, নঞ্ তৎপুরুষ প্রভৃতি সমাসবদ্ধ পদ গঠনের দ্বারা উদ্দেশ্য বা বিধেয় অংশের সামান্য পরিবর্তন করতে হয়।

নেতিবাচক ঃ তোমার চেয়ে সে বেশি চতুর নয়।
অস্তিবাচক ঃ সে তোমার মত চতুর।
নেতিবাচক ঃ সে-ই কেবল কাঁদল না।
অস্তিবাচক ঃ সে ছাড়া সকলে কাঁদল।
নেতিবাচক ঃ সেখানে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি।
অস্তিবাচক ঃ সেখানে সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে।
নেতিবাচক ঃ এখন খাঁটি জিনিস সহজে পাওয়া যায় না।
অস্তিবাচক ঃ এখন খাঁটি জিনিস দুর্লভ।
নেতিবাচক ঃ আমি আর কখনও এখানে আসব না।
অস্তিবাচক ঃ আমি শেষবারের মত এখানে এসেছি।
নেতিবাচক ঃ তাঁর আদর্শ বিস্মরণযোগ্য নয়।
অস্তিবাচক ঃ তাঁর আদর্শ অবিস্মরণীয়।

অস্তিবাচক বাক্য থেকে প্রশ্নাত্মক বাক্য

অস্তিবাচক ঃ তাঁর সম্বন্ধে জানা দরকার।
প্রশ্নাত্মক ঃ তাঁর সম্বন্ধে না জানা কি ভাল?
অস্তিবাচক ঃ বিশেষ বিশেষ ধরনের বই তুমি পছন্দ কর।
প্রশ্নাত্মক ঃ তুমি কি বিশেষ বিশেষ ধরনের বই-ই পছন্দ কর না?
অস্তিবাচক ঃ মনে হয় কিছু খবর আছে।
প্রশ্নাত্মক ঃ কিছু খবর আছে মনে হয়?
অস্তিবাচক ঃ আমাদের এক হওয়ার সময় এসে গেছে।
প্রশ্নাত্মক ঃ এখনই কি সেই সময় নয় যখন আমাদের এক হতে হবে?
অস্তিবাচক ঃ তোমার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ হয়।
প্রশ্নাত্মক ঃ তোমার যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয় না কি?
অস্তিবাচক ঃ পরে কি হল সে বিষয়ে জানতে চাই।
প্রশ্নাত্মক ঃ তারপর কি হল?

নেতিবাচক বাক্য থেকে প্রশ্নাত্মক বাক্য

নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে প্রশ্নাত্মক বাক্যে পরিবর্তনের সূত্রটি এক্ষেত্রে অনুসরণীয়।

নেতিবাচক ঃ তার বক্তৃতায় কিছু ভাল ফল হবে না।
প্রশ্নাত্মক ঃ তার বক্তৃতায় কি ভাল ফল হবে?
নেতিবাচক ঃ কেউই অন্ধের দুঃখ বুঝল না।
প্রশ্নাত্মক ঃ অন্ধের দুঃখ কেই বা বুঝল?
নেতিবাচক ঃ আমাদের দেখাশোনা নিয়মিত নয়।
প্রশ্নাত্মক ঃ আমাদের দেখাশোনা কি অনিয়মিত নয়?

নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য

বাক্যান্তরের জন্য নির্দেশক বাক্যে যে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বা বিশেষণ আছে তার অন্তর্ভুক্ত মূল ধাতুকে অনুজ্ঞাভাবের ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করতে হয়।

নির্দেশাত্মক ঃ দেশের সেবা করা কর্তব্য।
অনুজ্ঞাবাচক ঃ দেশের সেবা করবে।
নির্দেশাত্মক ঃ প্রত্যহ সকালে ভ্রমণ করা উচিত।
অনুজ্ঞাবাচক ঃ প্রত্যহ সকালে ভ্রমণ করো।
নির্দেশাত্মক ঃ সমাজের যোগ্য সেবক হতে উপদেশ দিচ্ছি।
অনুজ্ঞাবাচক ঃ সমাজের যোগ্য সেবক হও।
নির্দেশাত্মক ঃ সময় নষ্ট না করতে পরামর্শ দিচ্ছি।
অনুজ্ঞাবাচক ঃ সময় নষ্ট করো না।
নির্দেশাত্মক ঃ কিছু না বলতে আপনাকে অনুরোধ জানাই।
অনুজ্ঞাবাচক ঃ দয়া করে কিছু বলবেন না।

অনুজ্ঞাবাচক বাক্য থেকে নির্দেশাত্মক বাক্য

বাক্যান্তরের জন্য অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের অন্তর্গত মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়াবিভক্তি (-ইয়া/এ, -ইতে/তে, -ইলে/লে) বা কৃৎ-প্রত্যয় যোগ করে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ গঠন কবতে হয় এবং অনুজ্ঞার ভাবকে দিতে হয় নির্দেশক ভাবের পরিণতি!

অনুজ্ঞাবাচক ঃ দরজা খোল।
নির্দেশাত্মক ঃ তোমায় দরজা খুলতে বলছি।
অনুজ্ঞাবাচক ঃ ভেবো না।
নির্দেশাত্মক ঃ ভেবে লাভ নেই।
অনুজ্ঞাবাচক ঃ খবরদার, আর এক পা এগিও না।
নির্দেশাত্মক ঃ আর এক পা অগ্রসর না হবার জন্য সাবধান করে দিচ্ছি।
অনুজ্ঞাবাচক ঃ শ্রমিক-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন্।
নির্দেশাত্মক ঃ শ্রমিক-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আবেদন জানাই।
অনুজ্ঞাবাচক ঃ ময়দান চলো।
নির্দেশাত্মক ঃ ময়দানে যেতে ডাক দিই।

প্রশ্নাত্মক বাক্য থেকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য

বাক্যান্তরের জন্য প্রধানত প্রশ্নাত্মক অব্যয় বর্জন করে অনুজ্ঞাভাবের ক্রিয়ার রূপ আনতে হয়।

প্রশ্নাত্মক ঃ চিন্তা করে কি লাভ আছে?
অনুজ্ঞাবাচক ঃ চিন্তা করো না।
প্রশ্নাত্মক ঃ এক্ষুনি কি বাজারে যাবে না?
অনুজ্ঞাবাচক ঃ এক্ষুনি বাজারে যাও।

প্রশ্নাত্মক ঃ গুরুজনের কথা অমান্য করা অনুচিত নয় কি ?

অনুজ্ঞাবাচক ঃ গুরুজনের কথা অমান্য করো না।

প্রশ্নাত্মক ঃ অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত নয় কি ?

অনুজ্ঞাবাচক ঃ অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করো।

প্রশ্নাত্মক ঃ রণক্ষেত্র যাত্রী, কেন রোধ মোরে ?

অনুজ্ঞাবাচক ঃ আমি রণক্ষেত্র যাত্রী, আমাকে রোধ করবে **না**।

প্রশ্নাত্মক ঃ কি ফল বিলাপে ?

অনুজ্ঞাবাচক ঃ বিলাপ করো **না**, তাতে কোন ফল **হবে না**।

অনুজ্ঞাবাচক বাক্য থেকে প্রশ্নাত্মক বাক্য

বাক্যান্তরের জন্য প্রধানত অনুজ্ঞাভাবের ক্রিয়ার রূপ বর্জন করে প্রশ্নাত্মক অব্যয় যোগ করতে হবে।

অনুজ্ঞাবাচক ঃ সকলেই দুর্গতের সেবা কর।

প্রশ্নাত্মক ঃ দুর্গতের সেবা করা সকলেরই কর্তব্য নয় কি ?

অনুজ্ঞাবাচক ঃ এবার কাজে লেগে যাও।

প্রশ্নাত্মক ঃ এবার কাজে **না** লাগলে চলবে কি ?

অনুজ্ঞাবাচক ঃ শান্ত হও এবং আমার কথাগুলো শোনো।

প্রশ্নাত্মক ঃ শান্ত হয়ে আমার কথাগুলো শোনা ভাল নয় কি ?

অনুজ্ঞাবাচক ঃ কেবল লেখা নিয়ে সময় নষ্ট করো **না**।

প্রশ্নাত্মক ঃ কেবল কি লেখা নিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত হবে ?

অনুজ্ঞাবাচক ঃ প্রথম সাক্ষীকেই ডাকো।

প্রশ্নাত্মক ঃ প্রথম সাক্ষীকেই ডাকছ তো ?

অনুজ্ঞাবাচক ঃ মেয়েটির নাম জিজ্ঞাসা কর।

প্রশ্নাত্মক ঃ মেয়েটির নাম জিজ্ঞাসা করতে কি বলছি **না** ?

নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে প্রার্থনাসূচক বাক্য

নির্দেশাত্মক ঃ তোমার সুখ কামনা করি।

প্রার্থনাসূচক ঃ তুমি সুখী হও।

নির্দেশাত্মক ঃ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

প্রার্থনাসূচক ঃ তুমি দীর্ঘজীবী হও।

নির্দেশাত্মক ঃ পরীক্ষায় তোমার উত্তীর্ণ হওয়া কামনা করি।

প্রার্থনাসূচক ঃ তুমি যেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পার।

নির্দেশাত্মক ঃ উনি কিছু নজর এনেছেন—আপনাকে নিতে হবে।

প্রার্থনাসূচক ঃ ওঁর আনীত কিছু নজর আপনি গ্রহণ করুন।

নির্দেশাত্মক ঃ রাজার সঙ্গে দেখা করবার বড়ই ইচ্ছা হল।

প্রার্থনাসূচক ঃ রাজার সঙ্গে দেখা হউক চাই।

প্রার্থনাসূচক বাক্য থেকে নির্দেশাত্মক বাক্য

প্রার্থনাসূচক : তোমবা সফল হও।
নির্দেশাত্মক : তোমাদের সফলতা কামনা করি।
প্রার্থনাসূচক : সকলেব কল্যাণ হোক।
নির্দেশাত্মক : সকলের কল্যাণ কামনা করছি।
প্রার্থনাসূচক : মহারাজের জয় হোক।
নির্দেশাত্মক : মহারাজের জয় কামনা করি।
প্রার্থনাসূচক : বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে।
নির্দেশাত্মক : কৃতজ্ঞতার পাশে বাঁধতে অনুরোধ জানাই।

নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে কার্যকারণাত্মক বাক্য

নির্দেশাত্মক বাক্যে নিহিত বা প্রচ্ছন্ন কার্যকারণের সংকেতটিকে বাক্যান্বয়ী অব্যয়ের সহযোগে, কখন বা সাপেক্ষ সর্বনামের দ্বারা, জটিল বক্যে পরিবর্তিত করলে যথার্থ কার্যকারণাত্মক বাক্য হয়ে যায়। এক্ষেত্রে নির্দেশাত্মক বাক্যটি প্রায় ক্ষেত্রে সরলবাক্য আকারে থাকে। অবশ্য কার্যকারণাত্মক বাক্যের গঠন সরল বাক্য বা যৌগিক বাক্য হতে বাধা নেই।

নির্দেশাত্মক : এই গল্পটি ভোলা যায় না।
কার্যকারণাত্মক : এই গল্পটি খুব ভাল, তাই ভোলা যায় না।
নির্দেশাত্মক : নাটকটা সফল হতে পারল না।
কার্যকারণাত্মক : নাটকটা খুবই অযোগ্য, তাই সফল হতে পারল না।
নির্দেশাত্মক : তার সাফল্য প্রশংসনীয়।
কার্যকারণাত্মক : তার সাফল্য এত উল্লেখযোগ্য যে তা প্রশংসার যোগ্য।
নির্দেশাত্মক : সাহসীরা সফল হয়েছে।
কার্যকারণাত্মক : একমাত্র যারা সাহসী, তারাই সফল হয়েছে।
নির্দেশাত্মক : কাজ যথাসময়ে শেষ করতে প্রচুর টাকা লাগল।
কার্যকারণাত্মক : প্রচুর টাকা ছাড়া কাজটি যথাসময়ে শেষ করা যেত না।
নির্দেশাত্মক : পরীক্ষার জন্য খুব ভাল তৈরি হয়েছে।
কার্যকারণাত্মক : পরীক্ষায় যাতে ফেল না করে তার জন্য ভাল তৈরি হয়েছে।
নির্দেশাত্মক : এখানে ভাল ছাত্রদের ভর্তি করা হয়।
কার্যকারণাত্মক : তারা ভাল ছাত্র বলে তাদের এখানে ভর্তি করা হয়।
নির্দেশাত্মক : মানুষের বিনয় তার অজ্ঞতার বিপরীত।
কার্যকারণাত্মক : মানুষ যত বেশি অজ্ঞ হয় ততই সে কম বিনয়ী।

কার্যকারণাত্মক বাক্য থেকে নির্দেশাত্মক বাক্য

কার্যকারণাত্মক : যা ভাল তা সত্য।
নির্দেশাত্মক : ভালই সত্য।
কার্যকারণাত্মক : পাখি মূর্খ, সেজন্য আবার ডাকল।
নির্দেশাত্মক : মূর্খ পাখি আবার ডাকল।
কার্যকারণাত্মক : অন্যেরা নয়, মাত্র যারা স্নাতক তারা পদটির জন্য আবেদন করবে।
নির্দেশাত্মক : স্নাতকরা পদটির জন্য আবেদন করবে।
কার্যকারণাত্মক : সে ততখানি চেষ্টা করেছিল যতখানি তার পক্ষে সম্ভব।

নির্দেশাত্মক ঃ সে সম্ভবপর চেষ্টা করেছিল।
কার্যকারণাত্মক ঃ ওরা সমাজের শয়তান, কারণ ওরা অর্থলোভী।
নির্দেশাত্মক ঃ ওরা সমাজের অর্থলোভী শয়তান।

কার্যকারণাত্মক বাক্য থেকে প্রশ্নাত্মক বাক্য

কার্যকারণাত্মক ঃ যদি পানিতে নাম, তবে সাঁতার শিখবে।
প্রশ্নাত্মক ঃ যদি পানিতে না নাম, তবে কি করে সাঁতার শিখবে?
কার্যকারণাত্মক ঃ আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে।
প্রশ্নাত্মক ঃ আগুনে হাত দিলে কি হাত পুড়বে না?
কার্যকারণাত্মক ঃ যদি বৃষ্টি হয়,তাহলে আমরা যাচ্ছি না।
প্রশ্নাত্মক ঃ যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে আমরা যাব কি করে?
কার্যকারণাত্মক ঃ মন দিয়ে না পড়লে কিছুই শেখা যায় না।
প্রশ্নাত্মক ঃ মন দিয়ে না পড়লে কি কিছু শেখা যায়?
কার্যকারণাত্মক ঃ বিদ্যা যাদের কম গুমর হয় তাদেরই বেশি।
প্রশ্নাত্মক ঃ বিদ্যা যাদের কম, তাদেরই কি গুমর বেশি হয় না?

সন্দেহদ্যোতক বাক্য থেকে নির্দেশাত্মক বাক্য

নির্দেশাত্মক বাক্যে বক্তব্যের বিষয়ে যে সংশয়, সন্দেহ, অনুমান, সম্ভাবনা প্রভৃতির ভাব থাকে, সে ভাবটি অস্ত্যর্থক বা নঞর্থকের দিকে একটু বেশি ঝোঁক দেখায় ; পরিবর্তনের ব্যাপারটা সেদিকে নিয়ে যেতে হয়।

সন্দেহদ্যোতক ঃ বোধ হয় সে একখানা বই পড়ছিল।
নির্দেশাত্মক ঃ সে অবশ্যই একখানা বই পড়ছিল।
সন্দেহদ্যোতক ঃ অকস্মাৎ কি যেন একটা কাণ্ড ঘটে গেল।
নির্দেশাত্মক ঃ অকস্মাৎ বিরাট একটা কাণ্ড ঘটে গেল।
সন্দেহদ্যোতক ঃ আজকালকার ছেলেমেয়েরা না কি কিছু মানতে চায়।
নির্দেশাত্মক ঃ আজকালকার ছেলে মেয়েরা কিছুই মানতে চায় না।
সন্দেহদ্যোতক ঃ ঐ রকম কিছু একটা হবে বোধ হয়।
নির্দেশাত্মক ঃ ঐ-রকম একটা নিশ্চিত হবে।
সন্দেহদ্যোতক ঃ হয়ত মনের ভুলে কাউকে কিছু বলেও থাকব।
নির্দেশাত্মক ঃ মনের ভুলে কাউকে নিশ্চয়ই কিছু বলেছি।

নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে সন্দেহদ্যোতক বাক্য

নির্দেশাত্মক ঃ তা কিছু লাভ নয়।
সন্দেহদ্যোতক ঃ তা হয়ত বা লোকসানই।
নির্দেশাত্মক ঃ নিশ্বাস ফেলতেও ভয় করতে লাগল।
সন্দেহদ্যোতক ঃ নিশ্বাস ফেলতেও যেন ভয় করতে লাগল।
নির্দেশাত্মক ঃ যাতে সে শুনতে না পায়।
সন্দেহদ্যোতক ঃ পাছে সে শুনতে পায়।
নির্দেশাত্মক ঃ এ অনুরোধ আদেশেরই সামিল।
সন্দেহদ্যোতক ঃ এ অনুরোধ যেন আদেশের সামিল।

অনুশীলনী

১. নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর কর।

ক. সন্দেহ থাকে না যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ।

খ. সে একটু চিন্তিত না হয়ে পারে না।

গ. হয়ত তার যত্নের শেষ হয়নি।

২. নিচের অংশটুকু অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর কর।

তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিয়াছেন, তখন সরকারের কি ? তাঁহার যে আর তিলার্ধ বাঁচিবার সাধ নাই এ কি তাহারা বুঝিবে না ? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রীপুত্র নাই! তাহারা কি পাষাণ ?

৩. নিচের নেতিবাচক বাক্যগুলোকে প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তর কর ঃ

ক. সরস্বতী বর দেবেন না।

খ. তাদের সে জ্বালা নাই।

গ. অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই।

৪. প্রশ্নসূচক বিশিষ্ট বাক্যে রূপান্তর কর ঃ

ক. পুরুষদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না।

খ. বালিকাদের বিদ্যালয় সংখ্যা পাওয়াই যায় না।

গ. আমাদের মানসিক দাসত্ব মোচন হয় নাই।

ঘ. সীতা অবশ্যই পর্দানশীন ছিলেন না।

ঙ. সে শকট, অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না।

৫. বাক্যান্তর কর ঃ

ক. না মহারাজ, তিনি আশ্রমে নাই। > অস্তিবাচক।

খ. এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না। > অস্তিবাচক।

গ. প্রিয়ংবদা যথার্থ করিয়াছে । > নেতিবাচক।

ঘ. আমারও ইহাদের উপর সহোদর স্নেহ আছে। > নেতিবাচক

ঙ. ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই। > সরল।

চ. কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে। > সরল।